ভেড়ামারায় বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে নারী ও শিশুসহ আহত-২২

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ২৪ ঘণ্টায় বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ অন্তত ২২ জন আহত হয়েছেন।

গত রোববার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত উপজেলার দুটি ইউনিয়নে পৃথক এ ঘটনা ঘটে। হঠাৎ কুকুরের এমন উপদ্রব বাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্তদের মধ্যে উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ৬৮ পাড়া এলাকায় ১২ জন এবং মোকারিমপুর ইউনিয়নের গোলাপনগর ও আশপাশের এলাকায় ১০ জন রয়েছেন।

আহতরা হলেন বাহিরচর ইউনিয়নের জহুরুল, আব্দুল হান্নান, নায়েব আলী মোল্লা, ডাবলু মোল্লা, জাহাঙ্গীর, রুবিনা, হালিম, বাবুল, রজিনা, রিয়াদুল, বাইজিদ ও মানিক। অন্যদিকে মোকারিমপুর ইউনিয়নের গোলাপনগর এলাকার আহতরা হলেন মো. হালিম (৪০), বাইজিদ (৫), বাপ্পি (২৮), মোছা. রিজিয়া খাতুন (৫৫), মো. ফিরাজুল (৪৫), মোছা. জামেলা খাতুন (৪০), মো. বাবলু (৫৫), মো. নাজমুল (২৩), মোহাম্মদ নুর (৬) ও মোছা. খাদিজা (১০)। আক্রান্তদের তাৎক্ষণিকভাবে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মিজানুর রহমান জানান, কুকুরের কামড়ে আহত ২২ জনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। তিনি শিশু ও বয়স্কদের সতর্ক রাখার পাশাপাশি আক্রান্তদের দ্রুত হাসপাতালে আনার পরামর্শ দেন।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমিরুল আরাফাত জানিয়েছেন, কুকুরের কামড়ে আহত এক ব্যক্তি সরকারি সহায়তার জন্য তার দফতরেও এসেছিলেন। তবে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বেওয়ারিশ কুকুর নিধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কুকুর মারার কোনো সুযোগ নেই। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল গ্রামের সাপের কামড়ে আরাফাত হোসেন
(১৪) নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাতে সদর ঘোড়শাল গ্রামের তালতলা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত আরাফাত হোসেন ওই গ্রামের হান্নান মুসল্লীর ছেলে।

স্বজনরা জানায়, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো আরাফাত হোসেন। রাত ১১ টার দিকে ঘুমের মধ্যে বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। টের পেয়ে স্বজনরা তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বাড়ি ফিরলে রাত ৩ টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরাফাতের মৃত্যু হয়। কিশোর আরাফাত ঘোড়শাল মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলো।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা: রাজিয়া সুলতানা বলেন, আরাফাতকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে জুই খাতুন (১৩) নামে এক সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জুই খাতুন উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের জামাল উদ্দিনের মেয়ে এবং স্থানীয় এবাদতখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

প্রতিবেশী হাসিবুল ইসলাম জানান, শনিবার রাতে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকার সময় বিষধর একটি সাপ জুইকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

কোটচাঁদপুরে সাপের কামড়ে ১ সপ্তাহে ৩ জনের মৃত্যু

অতি বর্ষণে চারিদিকে থই থই পানি, ভরে গেছে গেড়ে গর্ত, মাটির নিচের সাপ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসছে মানুষের বসত ঘরে। বাড়ছে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা। অসচেতনতা আর অবহেলায় হচ্ছে মৃত্যু।

গত ১ সপ্তাহে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা তিনজন রোগীকেই এন্টিভেনম না দিয়ে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে। রেফার্ডকৃত তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুইজনই শিশু। ফলে এলাকায় দেখা দিয়েছে চরম সাপ আতঙ্ক। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোটচাঁদপুর বলুহর মাঠপাড়ার মাহতাব উদ্দিনের স্ত্রী নাছিমা বেগম (৪৫) গত মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) রাতে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর

মৃত্যু হয়।

একই রাত্রে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার পাকা গ্রামের আসিবুল হকের মেয়ে শিশু রশ্মি খাতুন (৫) কে সাপে কামড়ে দেয়। তাঁকেও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পরপরই তার মৃত্যু হয়।

গত সোমবার রাতে সুতি দুর্গাপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের দুই বছর বয়সী মেয়ে শিশু সাদিয়া খাতুন রাতের খাবার শেষে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাকে সাপে কামড় দেয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই তিনটি মৃত্যুই ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসার পর রেফার্ড বা চিকিৎসার অভাবে। অথচ এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এন্টিভেনাম মজুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ আশরাফুল ইসলাম। এ বিষয়ে চিকিৎসক ডা. আশরাফুল ইসলাম বলেন, এন্টিভেনাম দেওয়ার পর শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ রোগীর শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
তখন প্রয়োজন হয় আইসিইউ বা নিবিড় পর্যবেক্ষণের। কিন্তু আমাদের এখানে সে সুবিধা না থাকায় জটিলতা এড়াতে রোগী রেফার্ড করে দিতে হয়।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, হাসপাতালে এন্টিভেনম আছে। তাহলে ১ সপ্তাহে ৩ জন মারা গেলো তাদের এন্টিভেনম দেয়া হয়েছিলো কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ফোনে কিছু বলা যাবে না। হাসপাতালে এসে তথ্য নিতে হবে বলেই ফোন কেটে দেন।

কালীগঞ্জে সাপের কামড়ে মুহুরির মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সাপের কামড়ে হাসিবুল হাসান জনি (৪০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত জনি উপজেলা মোল্লাকুয়া গ্রামের মৃত ইউছুপ আলীর ছেলে ও ঝিনাইদহ আদালতে মুহুরার কাজ করতেন।

জনির প্রতিবেশি স্কুল শিক্ষক আব্দুস ছালাম জানান, গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন জনি। ঘুমের মধ্যে বিষধর সাপে তার কানে কামড় দেয়। এসময় টের পেয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সুবিতপুরে এক ওঝার কাছে নিয়ে ঝাড়ফুক করে। এরপর বাড়ি এসে আবার শুয়ে পড়ে। পরে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে ভোর সাড়ে ৫টায় কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এসময় ডাক্তার তার চিকিৎসা দিয়ে যশোর ২৫০শয্যার জেনারেল হাসপতালে পাঠিয়ে দেন। যশোরে নেওয়ার পথে সকাল ৭টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শিশির কুমার সানা জানান, রাতে ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মামুন দ্বায়িত্বে ছিলেন। তবে, রোগীর অবস্থা শেষ পর্যায়ে পৌছালে পরিবার তাকে হাসপাতালে এনেছিলেন। হাসপাতালে আনার পর রোগীকে এন্টিভেনম দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর অবস্থা খারাপ থাকায় যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

শৈলকুপায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল এইচএসসি পরীক্ষার্থীর

সাপের কামড়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অপু বিশ্বাস (১৯) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামের সেকেন্দার বিশ্বাসের ছেলে এবং শৈলকুপা সিটি কলেজ থেকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

জানাগেছে, গত শুক্রবার রাতে বাবার সাথেই ঘুমিয়ে ছিল অপু বিশ্বাস। রাত তিনটার দিকে বুঝতে পারে তার আঙ্গুলে জ্বালাপোড়া করছে। বাবাকে ডেকে ঘটনাটি বললে তিনি দেখতে পান আঙ্গুল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। সাথে সাথে গ্রামের ওঝা ফারুক হোসেন ফরুর বাড়িতে শুরু হয় ঝাড়ফুঁকের। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে ভোরে অবস্থার অবনতি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চলছিল চিকিৎসার প্রস্তুতি। কিন্তু পরিবার চিকিৎসকের ওপর ভরসা না পেয়ে সেখান থেকে পুনরায় ওঝার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সাপে দংশিত অপু বিশ্বাস।

সাপে দংশনের পর দীর্ঘ সময় পার হলেও বাবার ভুল সিদ্ধান্তে এমন মৃত্যুতে অপুর সহপাঠি ও এলাকাবাসীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অপুর পিতা সেকেন্দার জোয়ার্দ্দার বলেন, রাতে একমাত্র ছেলে অপুর সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। রাত তিনটার দিকে অপু ঘুম থেকে উঠে তাকে জানায়, তার আঙ্গুলে কিসে কামড় দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে গ্রামের ওঝা ফারুকের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে ওঝার দেয়া গাছে ছেলে সুস্থতা বোধ করলে তারা বাড়িতে আসেন। ছেলে অপু ঘুমিয়ে পড়লে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বিধায় ভোরে ছেলেকে পড়ার জন্য জাগানো হয়। ঘুম থেকে উঠে অপু পুনরায় অসুস্থতা বোধ করলে তাকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা তার চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলে পুনরায় তাকে পৌর এলাকার ঋষিপাড়ায় ওঝার বাড়িতে নিলে তার অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। ওঝা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে আটটার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানান অপুর বাবা সেকেন্দার বিশ্বাস।

অপুর সহপাঠি রবিন হোসেন বলেন, তারা স্কুলে থেকেই এক সাথে পড়ালেখা করে আসছে। অপু খুবই মেধাবী ছিল ও চঞ্চল প্রকৃতির। সাপের দংশনের পর পরিবারের ভুল চিকিৎসায় তার এমন মৃত্যু তারা মেনে নিতে পারছে না বলে জানান।

অপুর প্রাথমিক ঝাড়ফুঁকের ওঝা ফারুক হোসেন ফরু বলেন, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর সাপের কামড়ের চিকিৎসা করে আসছেন। অপুর পিতা সেকেন্দার তার ছেলেকে নিয়ে আসেন গতকাল শনিবার ফজরের আযানের আগে। তিনি তাকে গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার পর সে সুস্থ হলে বাড়ি চলে যান।

এরপর সকাল ৯টার দিকে তিনি জানতে পারেন সাপে দংশিত অপু কুষ্টিয়াতে মারা গেছে। তবে তার চিকিৎসায় কোনো ভুল নেই বলে ওঝা ফরু দাবি করেন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গতকাল শনিবার ভোরে ব্রহ্মপুর গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী অপুকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তার লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সে সাপে দংশিত। তার চিকিৎসার প্রস্ততি চলাকালে রোগীর স্বজনরা তাকে জোরপূর্বক পূনরায় ওঝা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে তারা অপুকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর তার মৃত্যু হয়েছে বলে তারা জানতে পারেন। তার পরামর্শ সাপে দংশন করলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে না বলে জানান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রীর

পরিবারের অজ্ঞতায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো ঝিনাইদহের আরও এক স্কুল ছাত্রীর।

বুধবার (১১জুন) রাতে সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের পাকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ওই কিশোরী রাবেয়া খাতুন (১৫) ওই গ্রামের আব্দুল্লাহ হোসেনের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী।

স্বজনরা জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে নিজ ঘরে সাপে ছোবল দেয়। প্রথমে পরিবারের লোকজন তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন হাসপাতাল থেকে আবারো ওঝার কাছে নিতে গেলে পথে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মেফতাহুল জান্নাত বলেন, সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা আমাদের না জানিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করে। পথে কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আবার ফেরত আনলে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পায়।

ঝিনাইদহে পোষা সাপের কামড়ে প্রাণ গেল সাপুড়ের

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে তরিকুল ইসলাম ওরফে তুফান (৩০) নামে এক সাপুড়ের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে সদর উপজেলার কোলা গ্রামের নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। তিনি একই গ্রামের আলফাজ উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, তরিকুল ইসলাম ওরফে তুফান শখের বসে গোখরা সাপ নিয়ে বিভিন্ন সময় খেলাধুলা করতো এবং মানুষকে খেলা দেখাতো। সাপ ধরে নিজের সংগ্রহে রাখতো, অনেক সময় পকেটেও সাপ নিয়ে ঘুরতো। শনিবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে থাকা সাপ নিয়ে খেলতে গিয়ে কামড় খায়। নিজের জানা মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক দিয়ে বাচার চেষ্টা করে তবে তাতে কাজ হয় না। পরে বিষয়টি পরিবারকে জানালে তারা প্রথমে সদর উপজেলার ডাকবাংলা এলাকায় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওই ওঝাকে দিয়ে বিষ নামানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। তখন পরিবারের লোকেরা সেখান থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তুফানের মৃত্যু হয়।

পারিবারিক সূত্রে আরও জানা যায়, তাকে যে সাপে কামড় দিয়েছে সেই সাপ নেপাল থেকে কিনে আনা। সাপটি নিয়ে সে সব সময় ঘুরতো বলে জানা যায়।

মুজিবনগরে ভীমরুলের কামড়ে শিশু অসুস্থ

খেলতে গিয়ে ভীমরুলের কামড়ে শিশু সোলাইমান হোসেন (৬) এখন হাসপাতালে ভর্তি। শিশু সোলাইমান হোসেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে ভীমরুলের আক্রমনের শিকার হয়।

সোলাইমান হোসেনের পিতা খাইরুল ইসলাম বলেন, সোলাইমান বাড়ির পাশেই খেলছিল। ঘরের দেওয়ালের সাথে ভীমরুলের একটি চাক থাকায় সেখান থেকে ভীমরুল এসে কামড় দেই। তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে এসেছি।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক হাসিব বলেন, শিশুটিকে ৪/৫ টি ভীমরুলে কামড় দেওয়ায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে ভর্তি রেখে চিতিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সে আশংকামুক্ত। একদিন বা দুইদিন তাকে হাসপাতালের রেখে চিকিৎসা দিতে হবে।

ঝিনাইদহে পাগলা কুকুরের কামড়ে নারীসহ অন্তত ২০ জন আহত

ঝিনাইদহে পাগলা কুকুরের কামড়ে নারীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার রাত ও শনিবার সকালে শহরের আরাপপুর ও সদর উপজেলার হলিধানী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়,রাত থেকে সকাল পর্যন্ত আরাপপুর

মাস্টারপাড়া,উকিলপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে একটি কুকুর পথচারীদের কামড়াতে শুরু করে।এলাকাবাসী তাড়া করলে তা শহরের বাইরে চলে যায়।

এছাড়াও সদর উপজেলার হলিধানী এলাকায় কুকুড়ের কামড়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়।আহতদের মধ্যে ২০ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরাপপুর এলাকার রহিমা খাতুন বলেন, আমি সকালে হাটতে বের হলে একটি লাল রংয়ের কুকুর এসে কামড়াতে শুরু করে। আমাকে কামড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে শুনি রাস্তায় যাকে পেয়েছে তাকেই কামড়িয়েছে। একই এলাকার নাজমা খাতুন বলেন,আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসতেই কুকুরটি কামড় দিয়ে পালিয়ে যায়।অনেক মানুষকে কামড়িয়েছে।অনেকের শরীর থেকে মাংস ছিড়ে নিয়েছে।

খবর পেয়ে লোকজন কুকুরটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাপস কুমার জানান,হাসপাতালে কুকুরের কামড়ে রোগী এসেছিলো। কয়েকজনকে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।